২১-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল অনাদি খেলা, এই খেলায় প্রত্যেক পার্টধারীর নিজস্ব পার্ট আছে, এক পার্টধারীর পার্ট অন্যের সঙ্গে মিলবেনা, এও হল প্রকৃতির নিয়ম"

প্রশ্ন:- ভক্তি মার্গে গঙ্গাজলকে এত মান দেওয়া হয় কেন ? গঙ্গা জলের প্রতি ভক্তের এত প্রীতি আছে কেন ?

উত্তর :- কারণ তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞান জলের (অমৃতের) দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত কর , তোমাদের প্রীতি থাকে জ্ঞানের প্রতি, যার দ্বারা তোমরা জ্ঞান গঙ্গায় পরিণত হও তাই ভক্তরা জলকে-ই এত মান দিয়েছে। বৈষ্ণব জন সর্বদা গঙ্গা জল-ই ব্যবহার করে। কিন্তু জলের দ্বারা কোনো সদগতি হয়না। সদগতি তো জ্ঞানের দ্বারা হয়। জ্ঞান সাগর পিতা তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। আত্মাকে পবিত্র করার সাধন জল নয় , তার জন্যে জ্ঞান এবং যোগের ইনজেকশন চাই যা একমাত্র বাবার কাছে আছে ।

গান:-- ভাগ্য উদয় করে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এ হল জ্ঞান মার্গ যার দ্বারা সদগতি লাভ হয় অথবা স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয় , তাই একে পাঠশালা বলো বা কলেজ বলো , ইউনিভার্সিটি বলো একই কথা। ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষা , অন্য গুলিতে সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সবই হল পাঠশালা, সেখানে শিক্ষা নিতে হয় উপার্জন করার উদ্দেশ্যে। তোমরা বাচ্চারা জানো এ হল আমাদের গুপ্ত শিক্ষা দীক্ষা। বেহদের বাবা এসে আত্মাদের পড়ান। আত্মারাই পড়াশোনা করে। যদি কৃষ্ণ ভগবান হতেন তাহলে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওনার চিত্রের প্রতি থাকত , ওনার প্রতি টান অনুভব হত। ওনার চিত্র ছাড়া তোমরা থাকতে পারতে না। কিন্তু কৃষ্ণ তো ভগবান নয়। ফলে উল্টো বুঝে মানুষের স্মরণে কৃষ্ণ-ই আছে। দৈহিক স্মরণ তো খুবই সহজ। রুহানী স্মরণে পরিশ্রম আছে। জিজ্ঞাসা করে বাবা কিভাবে স্মরণ করব ? কাকে স্মরণ করব ? কৃষ্ণের চিত্র তো সুন্দর , পরম পিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। তিনি নিজেই বলেন , আমি এই বৃদ্ধের দেহে বসে বাচ্চারা তোমাদের নতুন করে হজ রাজ যোগ ও জ্ঞান শেখাই। খুবই সহজ শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ তো করেই তাইনা। বেনারসে বলা হয় শিব কাশী , তারপর বলা হয় বিশ্বনাথ গঙ্গা। বিশ্বনাথ গঙ্গা এনেছেন। এখানে জলের গঙ্গার কথা নেই। জ্ঞান সাগর এই জ্ঞান গঙ্গা এনেছেন। তাই জ্ঞান গঙ্গাদের নিশ্চয়ই জ্ঞান দাতা জ্ঞানের সাগর বাবার স্মরণে থাকা উচিত। হে জ্ঞান গঙ্গারা , যদি তোমরা নিজেদের জ্ঞান গঙ্গা ভাবো তবে জ্ঞান সাগরকে স্মরণ করো। যারা নিজেদের জ্ঞান গঙ্গা ভাবেনা তারা হল অজ্ঞানী। তোমরা বাচ্চারা জানো জ্ঞান সাগর আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন। এবারে আমাদের গিয়ে সবাইকে জ্ঞান অমৃত দিতে হবে। তারপর কেউ অঞ্জলি মাত্র গ্রহণ করবে , কেউ ঘট ভরে নেবে। বৈষ্ণবদের গঙ্গা জলের প্রতি বিশেষ প্রীতি থাকে। তারা সদা গঙ্গাজল ব্যবহার করে। তোমাদের এই জ্ঞানের প্রতি বিশেষ প্রীতি থাকে কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সদগতি প্রাপ্ত করো। শিববাবা এই জ্ঞান প্রদান করেন যে তোমরা আত্মারা আমি আত্মাদের পিতা , আমাকে স্মরণ করো। বর্সার বিষয়েও তোমরা জানো। এইসব কথা কে বোঝাচ্ছেন ? পরম পিতা

পরমাত্মা। স্বপ্নেও কারো কখনো এই ভাবনা আসবেনা যে পরমাত্মার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয় কিভাবে । পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া এই বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হয়না। পরম পিতা অর্থাৎ সকল মানুষ মাত্রেরই রচয়িতা। অর্থাৎ তিনি হলেন রচনার পিতা তাইনা। শুধু নিরাকারকেই পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়, যাঁকে এই চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। ভক্তি মার্গে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করা হয়। এখানেও তোমরা আত্মার সাক্ষাৎকা করো না , তবুও নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। জানো যে আত্মা হল অবিনাশী। আত্মা দেহ ত্যাগ করলে দেহ কোনো কাজে লাগেনা। এই কথা তো সবাই জানে যে আত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে। কিন্তু আত্মা কি , এই কথা কেউ জানেনা। আত্মা হল অতি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিন্দু সম , ভ্রুকুটির মধ্যখানে নিবাস করে। অতি ক্ষুদ্র আত্মা , সে-ই সব কিছু করে। আত্মা না হলে এই কর্মেন্দ্রিয় চলতে পারবেনা। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে নিজ পার্ট প্লে করে। প্রত্যেকের পার্ট ভিন্ন ভিন্ন আছে। একে অপরের সঙ্গে কোনো মিল নেই। অ্যাক্টর কখনো একরকম হয়না। এই খেলাটি কেউ কখনো বুঝতে পারবেনা। প্রত্যেকটি আত্মার নিজস্ব পার্ট আছে। আত্মারা সবাই একই রূপের। কিন্তু দেহের রূপ ভিন্ন। এই অনাদি খেলা এইভাবেই তৈরি। এই কথাগুলি বিশালবুদ্ধি আত্মাই বুঝবে। আশ্চর্য হয়ে উচিত -- আত্মা বিন্দু স্বরূপ যার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট অন্তর্ভুক্ত আছে যার কখনো বিনাশ হয়না, একেই বলে হয় প্রকৃতি। আত্মা নিজেই বলে আমি এক দেহ ত্যাগ করে অন্য পার্ট প্লে করি। আমরা সাক্ষী হয়ে সৃষ্টির পার্টধারীদের এক্ট দেখি। আমারা পরম পিতা পরমাত্মার কাছে নিজেদের ২১ জন্মের সুখের অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত করছি যার জন্য আমরা ২৫০০ বছর অর্থাৎ অর্ধকল্প ভক্তি করেছি। তাই নিশ্চয়ই ভক্তদের ভগবানের প্রাপ্তি হবে-ই। এখন তোমরা জেনেছ -- নম্বর ওয়ান ভক্ত , পূজারী হলে তোমরা। এই ড্রামাতে প্রথম প্রথম সত্যযুগে তোমরাই দেবী দেবতার পার্ট প্লে করতে আসো। এই সময়ে তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণে আছো। আমরা আত্মারা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ ধর্মের । এখন এইজন্যে পড়াশোনা করি যাতে আমরা ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে দৈবী ধর্মে যাই। আত্মার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। যখন সদগতি হওয়ার সময় হয় তখন সবারই সদগতি প্রাপ্তি হয়। বাবা বলেন আমি-ই হলাম সর্বের সদগতি দাতা। মানুষ কখনো গুরু হয়না। সর্বদা দেহী অভিমানী থাকতে হবে। যদি কারো সন্তান হয়, তবে বুঝতে হবে কর্মের হিসাব নিকাশ অনুযায়ী সে সন্তান রূপে এসেছে, যদি মৃত্যু হয় তবে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করবে, হিসাব নিকাশ এতটুকুই ছিল , পুরো করেছে, এই বিষয়ে আফসোস করার বা কান্নাকাটি করার কোনো কথাই নেই। সাক্ষী রূপে সমস্ত খেলা দেখতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করি।সত্যযুগে আমরা দেবী দেবতা ছিলাম। প্রথমে তোমরা কিছুই জানতে না । ব্রহ্মাও অনেক গুরুর শরণে গিয়েছিলেন কিন্তু ইনিও কিছুই জানতেন না। জানতেন যে ৮৪ লক্ষ জন্ম হয়। এখন তোমরা এইরকম বলবেনা -- বাবা বোঝাচ্ছেন যে মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা আমি-ই এসে সকলের সদগতি করি। সব ধর্মীয় জন ভক্ত রূপে ভগবানকে কোনো না কোনো রূপে নিশ্চয়ই স্মরণ করে । বলে -- ও গড ফাদার , হে পরম পিতা পরমাত্মা .... কিন্তু পরমাত্মাকে জানে না। শুধু এইটুকু বোঝে যে পরম পিতা পরমাত্মা পরম ধামে থাকেন। কিন্তু আমরা সেখানে কিভাবে যাব , আমরা তো যেতে পারব না। সত্যযুগী দেবতারাও যেতে পারবেননা , তাঁদের ৮৪ জন্ম নিতে হবে। সেখানেতো সুখ ভরপুর থাকে , সেখানে কোথাও যাওয়ার খেয়াল থাকেনা। পিতাকেও স্মরণ করেনা। বলা হয় দুঃখে স্মরণ সবাই করে ..... বাবা বোঝাচ্ছেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিকে পরিণত করি। সেখানে তোমরা সদা সুখী

থাকবে। কল্পের আয়ু লক্ষ বছরের বলা হয়েছে , সেও তো ভুল। ভক্তিতে ভ্রান্তি অনেক আছে। পদে পদে ধাক্কা খাওয়া , জপ তপ তীর্থ ইত্যাদি করা সবই হল ভক্তি মার্গ। অর্ধকল্প ভক্তিমার্গ চলে , সেসবও তো খেলা । বাবা বলেন সব বাচ্চারাই ড্রামার অধীনে রয়েছে। আমিও যদিও ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, করন করাবনহার (যিনি সকল কর্মের কর্তা) কিন্তু আমিও ড্রামার অধীনে আছি। এক নির্দিষ্ট সময় , এক নির্দিষ্ট শরীরের আধার ছাড়া তো অন্য কোনো শরীরে আসতে পারিনা। বলা হয় সর্বদা দাদার (ব্রহ্মাবাবার) শরীরেই আসবেন আর এনাকেই ব্রহ্মা রূপে পরিণত করবেন ? হ্যাঁ, সর্ব প্রথম এনার-ই জন্ম হয় কিনা লক্ষ্মী নারায়ণ রূপে তাই এনকেই আদি দেব , আদি দেবী রূপে পরিণত করবেন। এই দিলওয়ারা মন্দিরে শিবের চিত্র আছে। আদি দেব , আদি দেবীও আছে , বাচ্চারাও আছে। সবাই বসে তপস্যা করছেন। উপরে স্বর্গও আছে , সম্পূর্ণ স্মারক রূপে অবস্থিত আছে। তোমরা এখানে বসে দৈবী বৃক্ষের স্থাপনা কর। সেইটি হল জড চিত্র। এখানে তোমরা চৈতন্য অবস্থায় বসে আছ। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে স্বর্গের স্থাপনা করছ। যারা ভালো রীতি পড়া করে ও অন্য কে পড়ায় তারা উঁচু পদের অধিকারী হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ কি পুরুষার্থ করেছিলেন । তোমরাও পুরুষার্থ করছ আবার দেবতা হতে অর্থাৎ নিশ্চয়ই দেবতারা আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন ? মানুষ মৃত্যুলোকে থাকে, দেবতারা থাকেন অমরলোকে। ভারত অমর লোক ছিল , এখন মৃত্যুলোকে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়টি হল সঙ্গম , এই সময়টিকেই কুম্ভের মেলা বলা হয়। কুম্ভের সত্যিকারের মেলা হল এই সময়টি। আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সময়। অনেক বার মিলন হয়েছে , অনেক বার মিলন হবে। কেউ তো পুরো পুরুষার্থ করে পুরো বর্সা নেবে। কেউ আবার ফিরে যাবে। (বহ্নি পতঙ্গ রূপে) অনেকেই তো আসে। বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় আছে যে ইনি হলেন আমাদের বাপদাদা (পিতা ও ঠাকুরদা একত্রে) আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী। ব্রহ্মাও হলেন শিবের সন্তান। আমরা ধর্মের সন্তান। পিতার সন্তান তো সকলেই। কিন্তু যারা বী.কে. রূপে পরিচিত অর্থাৎ তারা হল শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। শিববাবা হলেন দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা , ওনার একটি মুখ্য বালক সন্তান আছে , এক থেকেই আবার অন্যরা জন্ম নেয়।

তোমরা জানো আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশী সংখ্যায় অনেক। সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে থাকবে, পড়াচ্ছেন স্বয়ং শিববাবা। ব্রহ্মার আত্মাও আমাকেই স্মরণ করে , তোমাদেরও স্মরণ করতে হবে। সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী সম্রাট হবে। এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী এইরূপ স্মরণ করে। গায়ন আছে না -- স্মরণে স্মরণে (সিমর সিমর) জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করো , সেখানে কোনো দুঃখ থাকে না। এইটি হল পুরানো দুনিয়া। এই শরীরও হল পুরাতন পাদুকা। ক্ষণে ক্ষণে মেরামত করতে হয়। সর্পের খোলসের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় কিনা। সে পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করে। নতুন খোলস চকচক করে। সুতরাং তোমাদের ৮৪ জন্মের এই পুরানো খোলস একেবারেই জীর্ন শীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে , তমোপ্রধান হয়েছে। এখন তোমাদের আত্মা ও শরীর দুই - ই সতোপ্রধান কি করে হবে, এ কথাটি বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো। এই স্মরণ রূপী অগ্নি দ্বারা তোমাদের আত্মাতে যে খাদ পড়েছে , সেসব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মা সতপ্রধান হয়ে যাবে। তখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে আত্মা অন্য শরীর ধারণ করবে। বাবার স্মরণ দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হবে। ভক্তি মার্গেও স্মরণ করে তাইনা। নাম জপ করে। পুজো করে। ওনাকে স্নান ইত্যাদি করায়। এখানেতো শিববাবাকে স্নান ইত্যাদি করানো হয়না। তিনি তো হলেন অশরীরী। শিবের মন্দিরে কখনো শিবকে বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে শৃঙ্গার করানো হয় কি ? কৃষ্ণকে , লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদিকে কত শৃঙ্গার করানো হয়। নিরাকারকে কি আর

শৃঙ্গার করাবে ! তাই বাবা বলেন তোমরা আমার অর্থাৎ নিরাকার শিবের পুজো কেন করতে ? আমি নিশ্চয়ই কিছু করে গিয়েছি তবেই তো তোমরা আমার পুজো ইত্যাদি কর। তোমরা হলে নিরাকার আত্মা -- আমিও হলাম নিরাকার। তোমার পুনর্জন্ম গ্রহণ কর , আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিনা। আমি এসে তোমাদের স্বর্গের , অর্থাৎ ২১ জন্মের অধিকার প্রদান করি। সন্ন্যাসী ইত্যাদি ঘর দুয়ার ত্যাগ করে। তোমাদের কিছুই ত্যাগ করবে হবেনা। শুধু এই শেষ জন্মে পবিত্র থেকে বাবাকে স্মরণ কর , ব্যাস। স্মরনের দ্বারা-ই তোমাদের আত্মা কাঞ্চনে পরিণত হবে। আত্মাকে পারসনাথ লোহা থেকে সোনায় পরিণত করেন।

তোমরা-ই সত্যি কারের উপার্জন কর। সেসব মিথ্যা ধন উপার্জন অবশ্যই করো, সাথে সাথে এই উপার্জনও কর। কোনোরকম পাপ করবেনা। সার্জেন তো একজন-ই। প্রত্যেকের কর্মের হিসাবের রোগ নিজস্ব আছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা চট করে বলে দেবেন যে এমন এমন কর। একমাত্র বাবা-ই কর্মাতীত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। এই হল অবিনাশী সার্জেনের মতামত। প্রত্যেকের যা-যা বন্ধন আছে , সেসব এসে জিজ্ঞাসা কর। কন্যারা স্বামীর কানে ভুঁ ভুঁ করে সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা বোঝায় -- পবিত্র না হলে স্বর্গে যাওয়া যাবেনা। মৃত্যু তো সবার হবেই। এইসব কথা বুঝতে হবে। মৃত্যু লোকের এই হল শেষ সময়। এই হল সঙ্গম। অমর লোকের স্থাপনা হচ্ছে। এখন আমরা বাবার আপন হয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হব। তারপর ক্ষত্রিয় , বৈশ্য, শূদ্রে পরিণত হব। এই মন্ত্রটি কত সহজ তবু তোমরা ভুলে যাবে। যোগ অবস্থায় না থাকলে ৬৩ জন্মের পাপের বোঝা যে আছে সেসব ভস্ম হবে কিভাবে। গঙ্গাজল দিয়ে সেসব পরিষ্কার করা কি সম্ভব। পাপ যে আত্মায় লেগে রয়েছে। পাপাত্মা , পুণ্যাত্মা বলা হয় কিনা। সুতরাং তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পবিত্র হওয়ার ইনজেকশন চাই। সেই ইনজেকশন পতিত পাবন বাবার কাছেই আছে আর কারো কাছে এই ইনজেকশন নেই তাই তো সবাই আহবান করে হে পতিত পাবন এসে আমাদের অর্থাৎ পতিতদের জ্ঞান ইনজেকশন লাগিয়ে দিন যাতে আমরা পবিত্র হই। এবারে বাচ্চাদের তীর্থ যাত্রায় তো করতে হবে তাইনা। উঠতে বসতে সর্বদা যাত্রায় মগ্ন থাকো। পিতা এবং নিবাস স্থানের স্মরণে থাকো তাহলেই আয় জমা হতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সাক্ষী রূপে প্রত্যেকটি পার্টধারীর পার্ট দেখতে হবে। বাবার কাছে ২১ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত করতে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

২) আত্মাকে খাঁটি সোনায় (কাঞ্চনে) পরিণত করতে এই শেষ জন্মে পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।সত্যিকারের আয় করতে হবে।

বরদান :- মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতি দ্বারা সর্ব প্রকারের অস্থিরতাকে একীভূত-কারী (মার্জ) অচল অটল হও ।

ব্যাখা: যেমন শরীরের অক্যুপেশান বাইরে প্রত্যক্ষ (ইমার্জ) থাকে , তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশান বাইরে প্রত্যক্ষ থাকবে এবং সেই প্রতিটি কর্মের নেশা থাকলে সর্ব প্রকারের অস্থিরতা একীভূত বা মার্জ হয়ে যাবে ও তোমরা সর্বদা অচল অটল থাকবে। মাস্টার সর্ব শক্তিমানের স্মৃতি সদা ইমার্জ থাকলে কোনো রকম দুর্বলতা অস্থির করতে পারবেনা কারণ তারা প্রতিটি শক্তিকে সময় অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারবে, তাদের কাছে কন্ট্রোলিং পাওয়ার বা নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকে ফলে তাদের সঙ্কল্প ও কর্ম দুই-ই সমান হয়।

শ্লোগান - সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে না ঘাবড়িয়ে সেই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে পরিপক্ক করে নাও ।